প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৪ এপ্রিল ২০১৩

# পিত্তথলিতে পাথর হলে কী করবেন?

অধ্যাপক মাহমুদ হাসান ●

পিত্তথলিতে পাথর অতিপরিচিত রোগ। রোগটি প্রায়ই উপসর্গহীন থাকে। তাই এর অস্ত্রোপচার নিয়ে অনেকে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন।

পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার কারণে প্রদাহ হয়। তখন পেটের ডান দিকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, যা পেছনে, পেটের মাঝে, এমনকি বুকেও ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকতে পারে বমি ও জ্বর। আবার প্রদাহ না হলে কোনো উপসর্গ না-ও থাকতে পারে।

প্রচণ্ড ব্যথার সময় রোগীকে প্রাথমিক ও ব্যথানাশক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এতে ৯০ শতাংশ রোগী সুস্থ বোধ করেন। এর এক থেকে দেড় মাস পর পিত্তথলি কেটে ফেলে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। আবার অনেক চিকিৎসক অস্ত্রোপচার না করে অপেক্ষা করারও পরামর্শ দেন। এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কেননা, দীর্ঘদিন পাথর থাকলে তা নানা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

পেট কেটে বা ছিদ্র করে অর্থাৎ ল্যাপরোস্কপির মাধ্যমে এই অস্ত্রোপচার করা যায়। অস্ত্রোপচার ছাড়া এই রোগের আর কোনো চিকিৎসা নেই। সব দিক বিবেচনা করে পিত্তথলির অস্ত্রোপচার করে ফেলাই উত্তম।

● বিভাগীয় প্রধান, সার্জারি বিভাগ
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

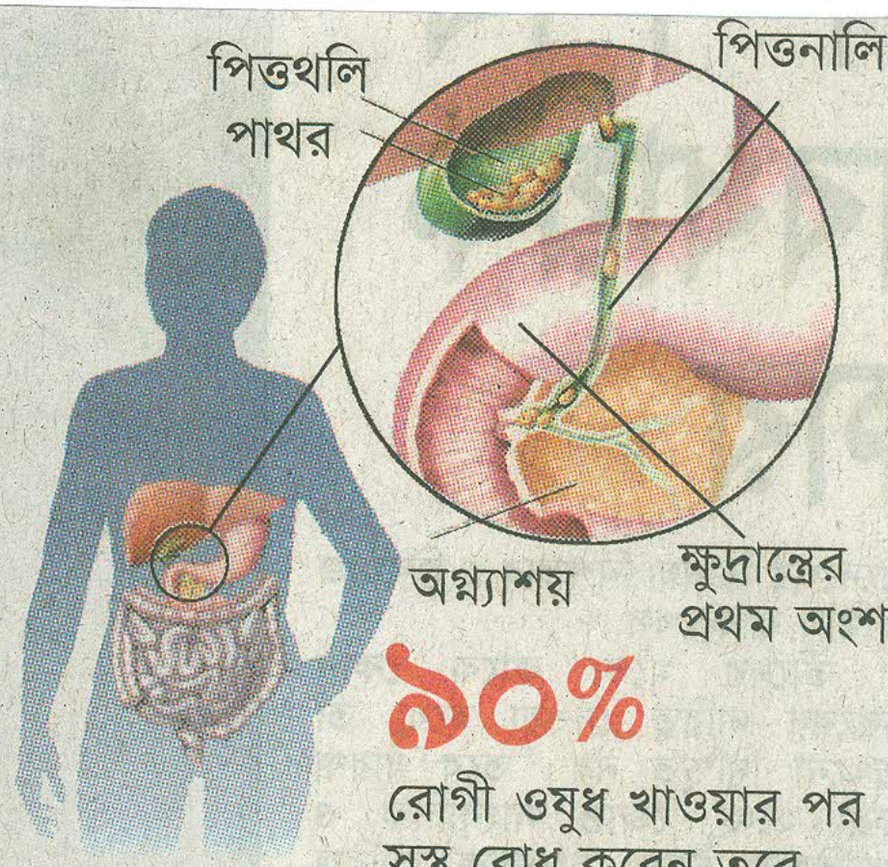


**৯০%**

রোগী ওষুধ খাওয়ার পর সুস্থ বোধ করেন তবে অস্ত্রোপচার করে ফেলাই উত্তম

## কারণ

স্থূলকায় ও চল্লিশোর্ধ্ব মানুষের এই রোগ বেশি হয়। নারীরা ইস্ট্রোজেন হরমোনের কারণে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। চর্বিজাতীয় খাবার বেশি খেলে এবং দ্রুত ওজন কমালেও এর প্রকোপ বাড়ে।

## জটিলতা

মাঝে মাঝে পিত্তথলির প্রদাহ এবং প্রচণ্ড ব্যথা। জন্ডিস হয়।

পাথর কখনো অগ্ন্যাশয় নালি অবধি আটকে দিতে পারে এবং প্রদাহ হতে পারে।